সংবাদ

তারিখ 30 JAN 2017
পৃষ্ঠা ২-৩ কলাম ২

বাগেরহাট : চিতলমারীর জি.বি.ডি. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ভবনের কার্যালয় -সংবাদ

চিতলমারী জিবিডি মাধ্যমিক স্কুল

ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে চারশ' ছাত্রছাত্রীর পাঠদান

প্রতিনিধ, বাগেরহাট

বাগেরহাটের চিতলমারী বড়বাড়ীয়া ইউনিয়নের বড়গুনি ঘোলা এলাকায় ১৯৬৯ সালে স্থাপিত জিবিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবনটি সংস্কারের অভাবে চরম বেহাল অবস্থা হয়েছে। বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় প্রায় সাড়ে চারশ' ছাত্রছাত্রী নিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ওই বিদ্যালয়টিতে পাঠদান করছেন শিক্ষকবৃন্দ। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও বঙ্গবন্ধুর ভাতিজা শেখ হেলাল উদ্দিনের নির্বাচনী এলাকা চিতলমারী উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী জি.বি.ডি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবনের এ দুরবস্থার খবর পেয়ে সরেজমিনে ওই বিদ্যালয়টি দেখতে গেলে দুরবস্থার সত্যতা পরিলক্ষিত হয়। প্রায় অর্ধশত বছরের পুরাতন এ বিদ্যালয়টি ১৯৯৪ সালে ৩ কক্ষ বিশিষ্ট একটি পাকা ভবন তৈরি হয়। মাঠসহ এক একর জমি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়টির পাকা ভবন ২০১০ সাল নাগাদ ছাদের কংক্রিট পলেস্তার খসে পড়া শুরু করে। বর্ষাকালে সবথেকে বেশি সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রী ইয়াসমিন, নবম শ্রেণীর ছাত্রী ইস্মিতা অষ্টম শ্রেণীর মারজানা আক্তার ও নবম শ্রেণীর ছাত্র শামীম এ প্রতিবেদক কে বলেন, সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কারে খুবই আন্তরিক। অথচ,আমরা বছরের পর বছর ধরে এই ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে ক্লাশ করছি। ক্লাস চলাকালীন সময়টুকু আমরা খুবই আতংকিত থাকি। এতে আমাদের পড়ালেখার ক্ষতি হয়। এ অবস্থা চলতে থাকলে ২০১১ সালে ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক ও বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের পরামর্শ নিয়ে প্রধান শিক্ষক শিক্ষা প্রকৌশলী বাগেরহাট জোন বরাবরে আবেদন করেন। সে আবেদন অনুযায়ী বাগেরহাট শিক্ষা প্রকৌশল দপ্তর থেকে ২০১১ সালের ১৭ অক্টোবর বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে বিদ্যালয়টি'র সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেদন দেয়া হয়। অথচ, এরপর বিদ্যালয়টির খোঁজ খবর আর কোন দপ্তর থেকে নেয়া হয়নি বলে জানান বিদ্যালয়ে ২২ বছর ধরে কর্মরত বর্তমান প্রধান শিক্ষক কাজী আমিনুল ইসলাম। তিনি এ প্রতিবেদক কে আরো বলেন, আমাদের এই বিদ্যালয়ের এমপিও কোড-৫৯০২০৮১৩০৪, বিদ্যালয় কোড-৪৩৮৫, বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বর্তমানে প্রায় সাড়ে চারশ ছাত্রছাত্রী রয়েছে। জরাজীর্ণ এ ভবনে বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষসহ একটি শ্রেণীর পাঠদান করা হয়। বাকিদের টিনশেড করে পাঠদান করানো হচ্ছে। হলরুম নাই, কার্যক্রম চালু রাখলেও আইসিটি রুম নাই। আইসিটি সরঞ্জাম এর আগে একবার চুরি হয়েছে। ভবন সংস্কার করার লক্ষে উপজেলা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাসহ বাগেরহাট-১ আসনের সংসদ সদস্য বরাবরে একাধিকবার আবেদন করা হয়েছে। সর্বশেষ সংসদ সদস্য জনাব শেখ হেলাল উদ্দিনের দেয়া ডিও লেটারসহ আবেদন করা হয়েছে অথচ আশানুরূপ কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। এখন যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে হয়ত বিদ্যালয়টি সংস্কার হবে। অন্যথায় ঐতিহ্যবাহী এ বিদ্যালয়টি আগামীতে বিলীন হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী।

বাগেরহাট